শেরে বাংলা



facebook/ @maktabatuttalami

শেরে বাংলা
আবুল খায়ের আহমদ আলী
চিত্রায়নে—মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১২৬০/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৩.১৫৪৯২
ISBN : 984-06-0290-0

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৮৬

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুন ১৯৯৫
আষাঢ় ১৪০২
মুহররম ১৪১৬

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মনসুর-উদ-দৌলাহ পাহ্লোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

SHER-E-BANGLA
(Life-Sketch of Sher-e-Bangla)
Abul Khair Ahmad Ali
Published by Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka
Price: Tk 10.00 ; US Dollar: 0.50

ইফাবা—৯৪-৯৫—প্র/৫৪৪৬ (উ)—১০,২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা। আসল নাম আবুল কাসেম ফজলুল হক। বাংলার মানুষের নয়নমণি। বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে নানার বাড়ীতে ১৮৭৩ সালে তাঁর জন্ম। পৈতৃক গ্রাম চাখার।



১৯৩৭ সাল। লক্ষ্ণৌ শহরে এক জনসভায় উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে জনগণ তাঁকে 'শেরে বাংলা' খেতাবে ভূষিত করে। সেই থেকে আবুল কাসেম ফজলুল হক 'শেরে বাংলা' নামে পরিচিত।



শেরে বাংলা ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। নিজের বাড়ীতে একটি ছোট মাদ্রাসায় শুরু হয় তাঁর লেখাপড়া। একবার পড়লেই তাঁর পড়া মুখস্থ হয়ে যেতো। মাদ্রাসার মৌলবী সাহেব পড়া দিলে শেরে বাংলা বলেন :



facebook/@maktabatuttalamij

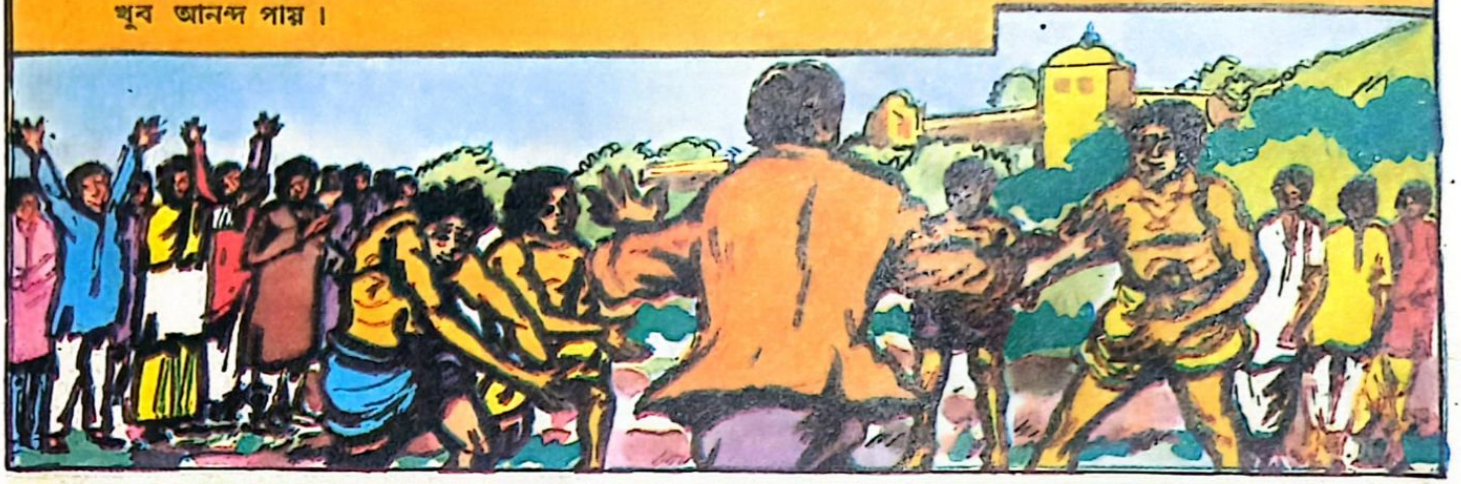






facebook/@maktabatuttalamij

শুধু পড়াশোনায় নয়, শেরে বাংলা খেলাধুলায়ও বেশ পাকা। গ্রামের খেলাধুলার মধ্যে হা-ডু-ডু তাঁর বড় প্রিয় ছিল। এ খেলায় কেউ তাঁর সাথে পারে না। লোকজন তাঁর খেলা দেখে খুব আনন্দ পায়।



শেরে বাংলা সাঁতারেও সবার সেরা। সাঁতার কাটা তাঁর নেশা। সাঁতারে তিনি সবার আগে থাকেন।



১৮৮৭ সাল। শেরে বাংলা দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স তখন তাঁর ১৪ বছর। পরীক্ষা দিয়ে বাসায় ফেরেন তিনি। পিতা ওয়াজেদ আলী সাহেব জিজ্ঞেস করেন ঃ



facebook/@maktabatuttalamij



পরীক্ষার ফল বেরুলো। তিনি বৃত্তি নিয়ে পাস করলেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে ভর্তি হলেন কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলেজের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কিছুদিন পরের কথা। অধ্যাপক আচার্য একদিন এ. কে. ফজলুল হকের বোর্ডিং-এ এলেন। ফজলুল হক আচার্যকে দেখে অবাক হলেন।





facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা বললেন ঃ

স্যার! আপনার এ কষ্টের জন্যে আমি দুঃখিত।

আচার্য বললেন ঃ

এ কষ্ট আমার সুখের হবে, যদি তুমি ভালো করে লেখাপড়া করো।

আচার্য উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ

আমি চাইনে তোমার মত মেধাবী ছাত্রের জীবন খেলা-ধুলা করে বরবাদ হোক।

শেরে বাংলা বললেন ঃ

স্যার, এবার থেকে আমি মনোযোগ দিয়ে পড়া-লেখা করবো।

গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করলেন শেরে বাংলা। ভর্তি হলেন ইংরেজীতে এম. এ. পড়ার জন্যে। পরীক্ষার মাত্র ছয় মাস বাকী। একদিন তাঁর এক বন্ধুর সংগে দেখা। বন্ধু বললেন ঃ

শুনলাম, ইংরেজীতে এম. এ. দিচ্ছ! ফিরিংগী হবার শখ নাকি?

শেরে বাংলা জবাবে বললেন ঃ

কেন, ইংরেজী পড়লে কি আমার কালো চামড়া সাদা হয়ে যাবে?

facebook/@maktabatuttalamij



শেরে বাংলা মনে মনে বললেন ঃ মুসলমান ছাত্রদের এ বদনাম দূর করতে হবে। তিনি তক্ষুণি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বললেন ঃ



শেরে বাংলা নাছোড়বান্দা। অংকেই পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবে পাস করলেন তিনি। তাজ্জব হলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ!

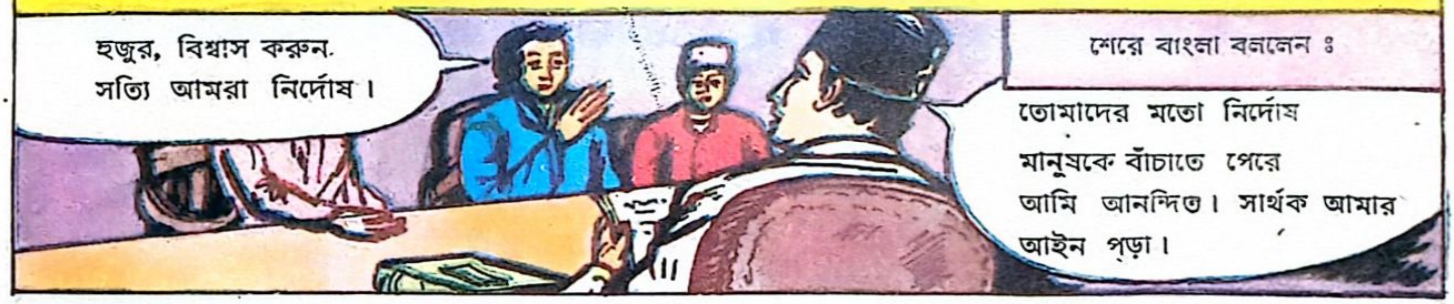


facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা এম. এ. পাস করে আইন পাস করেন, ১৮৯৭ সালে আইন পাস করে স্যার আশুতোষের কাছে ওকালতি শিখতে লাগলেন তিনি। স্যার আশুতোষ একদিন শেরে বাংলাকে বললেন ঃ



এরপর তিনি শিক্ষানবিসী শেষ করে কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। প্রথম যে মামলাটি তিনি পরিচালনা করেন তা ছিলো একটি খুনের মামলা। মামলাটিতে জয়লাভ করা যাবে না ভেবে তাঁর আব্বা মামলাটি ফেরত দেন। কোলকাতা হাইকোর্টে আপিল করার জন্যে আসামীরা হাযির হলো শেরে বাংলার চেম্বারে। আপিলে আসামীরা বেকসুর খালাস পেলো। তারা শেরে বাংলাকে সালাম করে বললো ঃ



শেরে বাংলা চেম্বারে বসে আছেন। একটি টেলিগ্রাম এলো। পিতা ওয়াজেদ আলী সাহেবের টেলিগ্রাম। হাইকোর্টে প্রথম মামলায় জয়লাভ করায় খুশী হয়ে মুবারকবাদ জানিয়েছেন তিনি। টেলিগ্রাম পড়লেন শেরে বাংলা ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী। শেরে বাংলা হঠাৎ খবর পেলেন, তাঁর আব্বা ইন্তেকাল করেছেন! কলকাতা থেকে তাঁর পক্ষে এখন সব দিক সামলানো মুশকিল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি কোলকাতা থেকে বরিশাল এসে ওকালতি শুরু করেন। বরিশালের রামচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন ঃ





আজীবন শিক্ষানুরাগী শেরে বাংলা এখন কলেজের যোগ্য শিক্ষক। জটিল অংক তিনি অতি সহজে বুঝিয়ে দেন। তাঁর ক্লাসে ছাত্ররা চুপচাপ থেকে অংকের কঠিন নিয়মগুলো জেনে নেয়।



facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা তখন বরিশালে থাকেন। গ্রামের বাড়ী চাখার যাচ্ছেন। এক গরীব কৃষকের বাড়ী। লোকজনের ভীড়। শেরে বাংলা জিজ্ঞেস করলেন ঃ



কৃষকের খাবার থালা, বসার পিঁড়ি, শোবার হোগলা, হলুদ-মরিচ বাটার পাটা জমিদারের লোকেরা নিয়ে যাওয়ার জন্যে এক জায়গায় জমা করেছে। কাঁসার একটি থালা বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে একটি বালক আর বলছে ঃ

জমিদারের চৌকিদার বালকটিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বললো ঃ



এ দৃশ্য দেখে শেরে বাংলা মনে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি জমিদারের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকার জন্যে এই মাল ক্রোক! তারা বললো, পনের টাকার জন্যে। তিনি মাল ক্রোকের টাকা দিয়ে বললেন ঃ

জমিদারের নায়েব বললো ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা ছেলেটির হাতে থালা তুলে দিলেন। ছেলেটি খুশীতে তার বাবাকে বললো ঃ

বাবা দেখো। বাবু কত ভালো মানুষ।

জমিদারের লোকজনদের উদ্দেশ করে শেরে বাংলা বললেন ঃ

গরীব কৃষক যতদিন ঋণ হতে মুক্তি না পাবে, জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম।

এরপর তিনি কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতায় কৃষক প্রজাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সভায় সৈয়দ নওশের আলী, পীর বাদশা মিয়া, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, রায়বাহাদুর বাবু রাধিকাভূষণ রায় এবং বাবু বিরাটচন্দ্র মণ্ডল কর্মকর্তা নিযুক্ত হন।

এরপর ঢাকার কৃষক প্রজার এক মহাসম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

ভূমিতে কৃষকের স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ, নজর সেলামী প্রথা উচ্ছেদ, জমিদারের অগ্রক্রয় ক্ষমতা রহিত, বিনা খরচে জমি খারিজের ব্যবস্থা, খাজনার হার হ্রাস, সর্বপ্রকার আবওয়াব রহিত করা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু।

facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলার দেশপ্রেম, সমাজ সেবা, জনগণের প্রতি দরদ, হিন্দু-মুসলমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলের ইচ্ছা, শেরে বাংলাকে রাজনীতিতে নামাতে হবে। তারা তাঁকে অনুরোধ করে বরিশাল পৌরসভার সদস্যপদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।



নির্বাচনে অনেক ভোটে বিরোধীদের পরাজিত করে শেরে বাংলা পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। জনগণ এলো তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে।



১৯০৫ সাল। ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্যে একটি আলাদা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করলেন। ঢাকায় সম্মেলন বসলো। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এই সম্মেলনেই প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। সম্মেলন শেষে এক বিরাট জনসভায় শেরে বাংলা বলেন ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

১৯০৬ সাল। স্যার র‍্যাম ফিল্ড ফুলার পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের গভর্নর। মুসলিম লীগ সম্মেলনে শেরে বাংলার অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি শেরে বাংলাকে ডেকে পাঠালেন ঢাকার গভর্নর ভবনে।

গভর্নর বললেন ঃ

আপনি দেশ ও জাতির খেদমত করতে আগ্রহী। আমার মনে হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের একটি চাকরি পেলে আপনি এ খেদমতের সযোগ পাবেন।

শেরে বাংলা বললেন ঃ

এ রকম চাকরি পেলে আপাতত করা যায়।

১৯১১ সাল। চাকরিতে শেরে বাংলাকে ডিঙ্গিয়ে অন্য একজনকে উপরের পদ দেয়া হলো। শেরে বাংলার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়ে শেরে বাংলা বললেন ঃ

স্যার, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

নবাব সাহেব বললেন ঃ

আমি জানতাম, চাকরি তুমি ছাড়বে। গোলামি তোমার জন্যে নয়!

শেরে বাংলা চাকরি ছেড়েছেন! মুসলমান নেতাদের কাছে এ এক মহাখুশীর সংবাদ। সংবর্ধনা সভার আয়োজন করলেন তাঁরা। শেরে বাংলাকে মাল্যভূষিত করে তাঁরা বললেন ঃ

আপনাকে আমাদের মাঝে ফিরে পেয়ে আমরা আজ সত্যিই আনন্দিত।

জওয়াবে শেরে বাংলা বললেন ঃ

খাঁচার পাখী ছাড়া পেলে যেমন খুশী হয়, আমিও আজ আপনাদের মাঝে এসে তেমনি খুশী হয়েছি।

facebook/@maktabatuttalamij

১৯১৭ সাল। একটি ইংরেজী পত্রিকায় হযরত মুহাম্মদ(সঃ) সম্বন্ধে আপত্তিকর সংবাদ পাঠে গোটা ভারতের মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে লক্ষ লক্ষ মুসলমান বড় মসজিদে জমায়েত হয় এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের করে।



ইংরেজ সরকার গুলী চালাবার আদেশ দিলেন। বহুলোক হতাহত ও গ্রেফতার হয়।



এই বেদনাদায়ক খবর পেয়ে ছুটে এলেন তরুণ জননেতা এ. কে. ফজলুল হক। ইংরেজরা কামান বন্দুক দাগিয়ে মসজিদ ধ্বংস করতে উদ্যত। ফজলুল হক বুক পেতে দাঁড়ালেন।



facebook/@maktabatuttalamij

সেনাপতি বললেন ঃ

আপনি মেহেরবানী করে এখান থেকে চলে যান।

সেনাপতির সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে শেরে বাংলা বললেন ঃ

আমি যাবো না। সাহস থাকে তো আমাকে গুলী করো। আমার বুকে রক্ত থাকতে আমি মসজিদের উপর গুলী চালাতে দেবো না।

অবস্থা বেগতিক দেখে গভর্নর শেরে বাংলাকে ডেকে পাঠালেন লাট ভবনে। গভর্নর অনুরোধ করলেন ঃ

শেরে বাংলা, আপনাকে অনুরোধ করছি, গণবিক্ষোভ বন্ধ করুন।

শেরে বাংলা বললেন ঃ

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অবস্থার সৃষ্টি তার বিহিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিক্ষোভ থামবে না।

আপনার অনুরোধেও ওরা থামবে না?

শেরে বাংলা বললেন ঃ

তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হয়েছে। দরকার হলে ওরা ধর্মের জন্যে জান দেবে তবু মান দেবে না।

facebook/@maktabatuttalamij

১৯২০ সাল। কমরেড মুজাফফর আহমদ, কবি নজরুল ইসলাম এবং আরো কয়েকজন শেরে বাংলার বাসায় গিয়ে হাযির। তাঁরা বললেন ঃ



শেরে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। পত্রিকার নাম "নবযুগ"। সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক টিউনান। শেরে বাংলাকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন।





facebook/@maktabatuttalamij

১৯২৪ সাল। কয়েকটি কোম্পানির জমিনের টাকার জন্যে কলকাতা হাইকোর্টে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন কেশারাম পোদ্দার। টাকা না দিতে পারলে তাঁকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হবে। বড় বেইজ্জতির কথা! খবর পেয়ে ছুটে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। কেশারাম পোদ্দারকে বললেন ঃ



দেশবন্ধু বললেন ঃ



কেশারাম পোদ্দার বললেন ঃ



১৯২৬ সাল। বাংলাদেশের জমিদার-মহাজনের শোষণে কৃষকরা দিনমজুরে পরিণত হয়। শুরু হয় কৃষক-প্রজা আন্দোলন। মানিকগঞ্জের ঘিওর হাটে তাদের সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতি শেরে বাংলা। তিনি বললেন ঃ



লক্ষ জনতার কন্ঠে আওয়াজ উঠলো ঃ

facebook/@maktabatuttalamij

১৯২৮ সাল। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির পৌরকর বাকী সাড়ে তিন শ' টাকা। কর পরিশোধ না করলে সমিতির সব কিছু ক্রোক হবে। সমিতির সদস্যরা সাহায্যের আশায় হাযির হলেন ফজলুল হকের বাসায়। তিনি তাঁর এক মক্কেলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ







facebook/@maktabatuttalamij

ফজলুল হক বৈঠকখানায় বসে আছেন। এক যুবক সালাম দিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালো।





এমন সময়ে শেরে বাংলার ঘরে ঢোকে এক মক্কেল। শেরে বাংলা যুবকটিকে বসতে বলে মক্কেলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা টাকা হাতে নিয়ে যুবককে বললেন ঃ

এই নাও বাবা, যাও, আজই পরীক্ষার ফী দাখিল করে দাও গে।

যুবক বললো ঃ

স্যার, আপনার উপকারের কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আর একদিন—এক গরীব লোক এসে হাযির হলেন শেরে বাংলার কাছে। লোকটি বললো ঃ

হুজুর, আমি গরীব মানুষ। টাকার অভাবে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছি না। নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

এমন সময়ে এক মক্কেল এসে উপস্থিত। শেরে বাংলা মক্কেলকে বললেন ঃ

আপনার মামলার কাগজপত্র পড়ে দেখছি। টাকা-পয়সা কিছু এনে থাকলে দিন।

মক্কেল বললেন ঃ

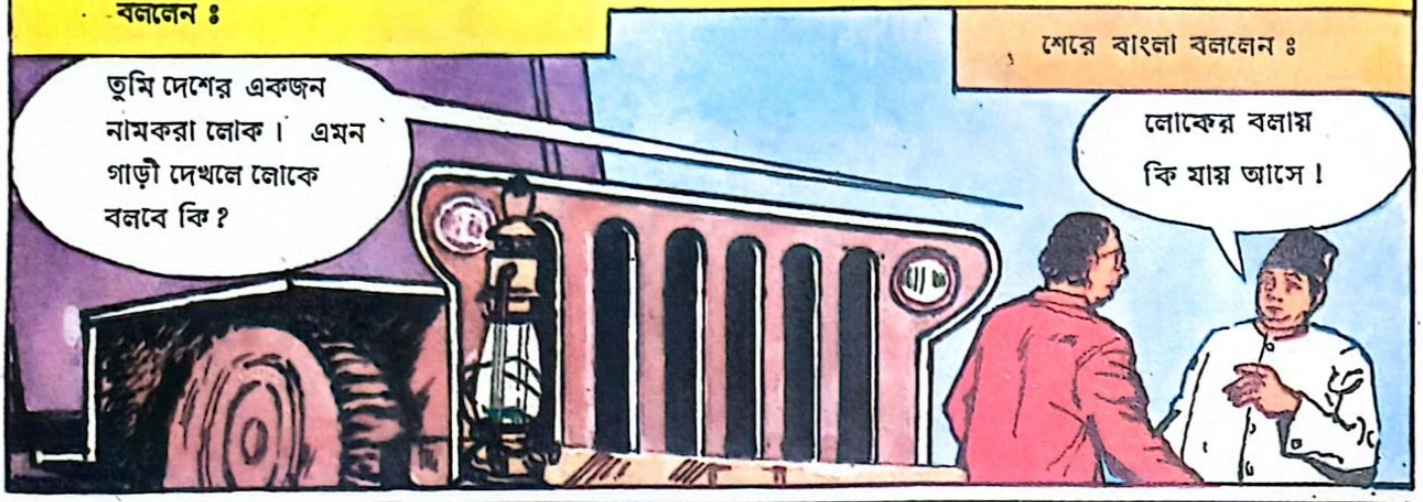
পাঁচশ' টাকা এনেছি স্যার! এই নিন।

শেরে বাংলা মক্কেলের কাছ থেকে পাঁচ শ' টাকা নিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দিয়ে বললেন ঃ

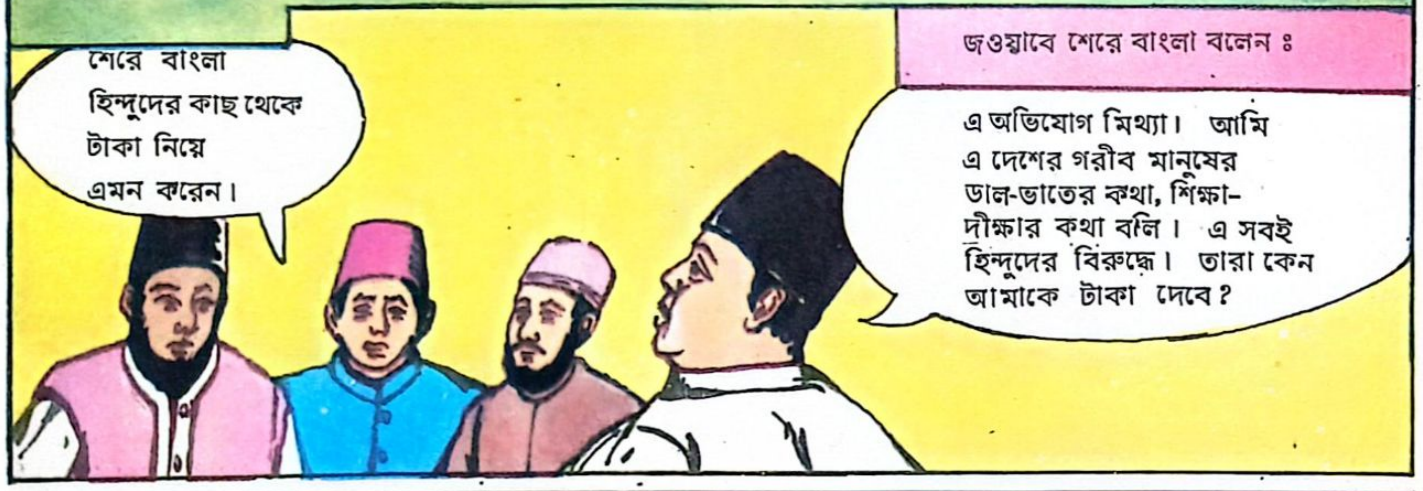
আপনার মেয়ে বড় ভাগ্যবতী! এই নিন, আপনার মেয়ের বিয়ের টাকা।

facebook/@maktabatuttalamij

শেরে বাংলা আয় করেন অনেক। কিন্তু দান-খয়রাতের জন্যে তাঁর নিজের গাড়ী মেরামতের টাকা থাকে না। হেড লাইটের বদলে গাড়ী চালান হারিকেন ঝুলিয়ে। হাইকোর্টের গাড়ী-বারান্দায় এক ব্যারিস্টার বললেন ঃ



শেরে বাংলা সব সময় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেন। এর জন্য দরকার হলে তিনি হিন্দুদের সাথেও সহযোগিতা করেন। তাতে মুসলিম নেতারা বিরক্ত। তাঁরা বলেন ঃ



১৯৩৭ সাল। নির্বাচনে শেরে বাংলা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য হয়েছেন। তাঁকে এক সভায় অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা। কলকাতা এলবার্ট হলে তাঁর অভ্যর্থনা। সভাপতি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বললেন ঃ



বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে হেয় করার জন্যে ইংরেজরা কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে হলওয়েল মনুমেন্ট নির্মাণ করে। এর প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা। শেরে বাংলা হাযির হলেন জনসভায়।



শেরে বাংলা শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী। বরিশালের চাখারে প্রতিষ্ঠা করেন একটি কলেজ। কলেজটি উদ্বোধন করেন স্যার জন হার্বার্ট। তিনি বলেন ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

এরপর জমিদার-মহাজনদের শোষণে বাংলার কৃষক-শ্রমিক, কামার-কুমার, জেলে-তাঁতী, ঋণের দায়ে জমিজমা, ঘর-বাড়ী, ভিটা-মাটি ছাড়া হয়। বাংলার আকাশে বাতাসে সর্বহারাদের আহাজারী। শেরে বাংলার দরদী হৃদয় কেঁদে ওঠে। তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভাসমিতি করে বললেন ঃ



বাংলার গরীব মানুষ মাত্র চারকোটি টাকা জমিদার-মহাজনদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে চল্লিশ কোটি টাকা পরিশোধ করার পরও তাদের জমিজমা জমিদার-মহাজনদের হাতে বাঁধা পড়ে। ১৯৩৯ সালে শেরে বাংলা ঋণ সালিসি বোর্ড নামে আইন পরিষদে একটি আইন পাস করেন। শেরে বাংলা আইন পরিষদে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

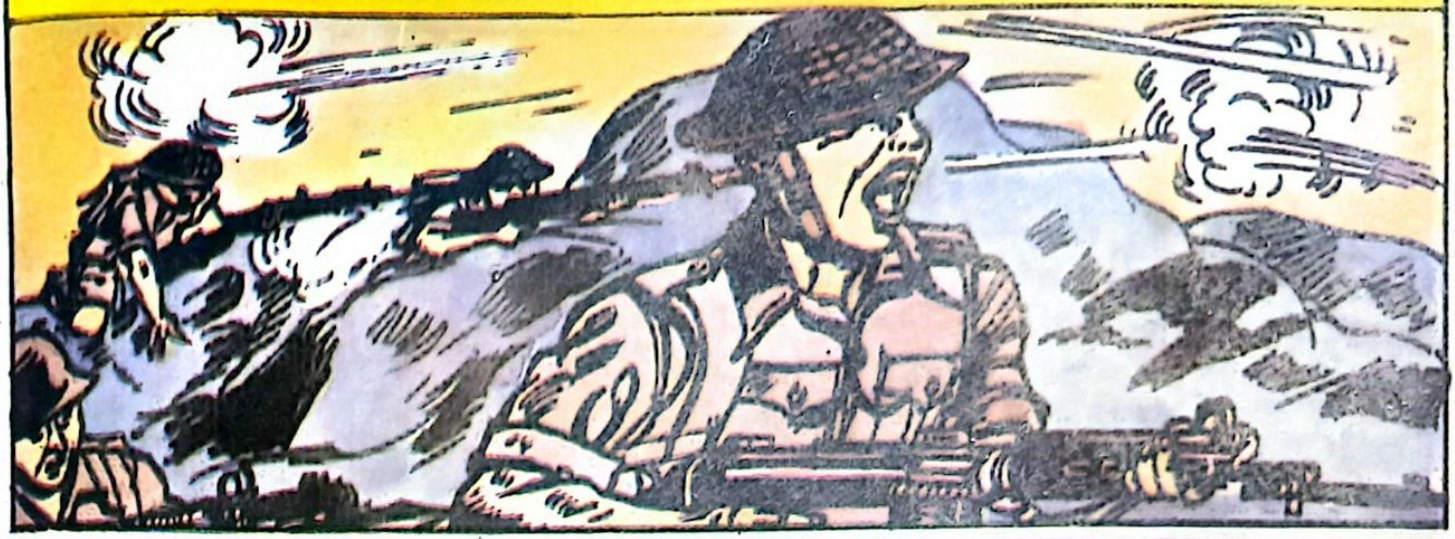


ঋণ-সালিসি বোর্ড আইন বলে ছয় হাজার ছয় শ'টি সালিসি বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড কাগজপত্র দেখে যারা আসল ঋণের টাকা পরিশোধ করেছিলো তাদের ঋণমুক্ত বলে ঘোষণা করে। ঋণমুক্ত হয়ে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তারা বললো ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু। জার্মানী, ইটালি ও জাপান এক পক্ষে; অন্য পক্ষে বৃটিশ, আমেরিকা এবং রাশিয়া। জাপানীরা দেশের পর দেশ জয় করে ছুটে আসছে ভারতবর্ষের দিকে।



ভারতবর্ষের বড় লাট। সমর পরিষদ গঠন করলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা পরিষদের সদস্য। শেরে বাংলা দেখলেন সমর পরিষদের কাজকর্ম দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে। তিনি বড় লাটের কাছে ইস্তফাপত্র দাখিল করে বললেন ঃ



জাপানীদের বাধা দেয়ার নাম করে বৃটিশ সরকার 'পোড়ামাটি' নীতি গ্রহণ করে ও দেশের খাদ্য গুদাম পুড়িয়ে দেয়। বিনা প্রয়োজনে এক জায়গার খাদ্যশস্য অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।



facebook/@maktabatuttalamij

এ দৃশ্য শেরে বাংলা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন ইংরেজ সরকার নিজের স্বার্থে এদেশের মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছেন। তিনি বাংলার লাটকে কঠোর ভাষায় এক পত্র লিখলেন ঃ



শেরে বাংলা প্রধানমন্ত্রী। অথচ গভর্নর তাঁর পরামর্শ ছাড়াই কাজ করেন। শেরে বাংলার কাছে এটা অবমাননাকর। তাই তিনি গভর্নরকে লিখলেন ঃ

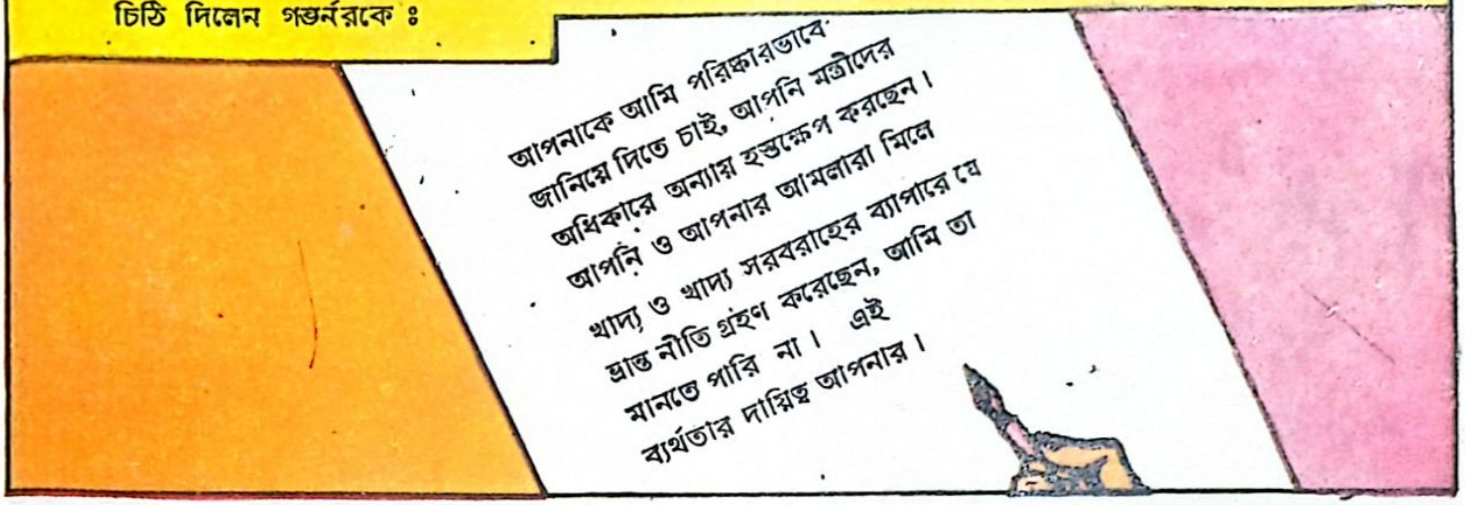
আমি যে আপনার প্রধানমন্ত্রী এ কথাটা বোঝাবার জন্যেই এ চিঠি লিখছি। আপনাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আপনি দেশের মানুষের প্রতি সহানুভূতিহীন আমলাদের পরামর্শে চলছেন। আমার অনুরোধ, মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

গভর্নরের ভুল সিদ্ধান্তের দরুন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অগণিত লোক মারা যাচ্ছে। তিনি আবার গভর্নরকে লিখলেন ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

বড় লাটের সমর পরিষদ হতে ইস্তফা দেয়ায় গভর্নর শেরে বাংলাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই ক্ষোভে গভর্নর শেরে বাংলার চিঠির কোনো জওয়াব দিলেন না। তথাপি শেরে বাংলা আর একখানা চিঠি দিলেন গভর্নরকে ঃ



১৯৪৩ সাল। বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিবেশন। নিরীহ নিরপরাধ মানুষের হত্যার বিরুদ্ধে মুলতবি প্রস্তাব তোলা হলো। পরিষদের নেতা শেরে বাংলা একটি তদন্ত কমিটি গঠনের ওয়াদা করেন। এতে গভর্নর কড়া ভাষায় শেরে বাংলাকে একখানা চিঠি লিখলেন ঃ



শেরে বাংলা পরের দিনই অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গভর্নরের চিঠির জবাব দিলেন ঃ



facebook/@maktabatuttalamij

চিঠি পেয়ে গভর্নর শেরে বাংলাকে ডেকে পাঠালেন ঃ

আপনার সাথে আমার বিশেষ পরামর্শ আছে। আপনার অপেক্ষায় থাকলাম।

শেরে বাংলা না গিয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন ঃ

আপনার সাথে দেখা করা সম্ভব নয়। কারণ আগের চিঠিতে আপনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষাতে কোনো কাজ হবে বলে আমি মনে করি না।

২৩শে মার্চ, ১৯৪০ সাল। লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে প্রস্তাব আনতে হবে। প্রস্তাব পাঠ করলেন শেরে বাংলা ঃ

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম অধ্যুষিত দুটি এলাকায় দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।

১৯৪৭ সাল। বহু রক্তক্ষয়ের পর ভারতের দুই প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান জন্মলাভ করে। ১৯৫৬ সালে শেরে বাংলার হাতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হলো। শাসনতন্ত্রটি বাতিল করে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়। কয়েকজন সাংবাদিক দেখা করতে আসেন শেরে বাংলার সাথে। প্রশ্ন করলেন জনৈক সাংবাদিক ঃ

শাসনতন্ত্রটি তো বাতিল হলো। আমাদের অবস্থা এখন কি?

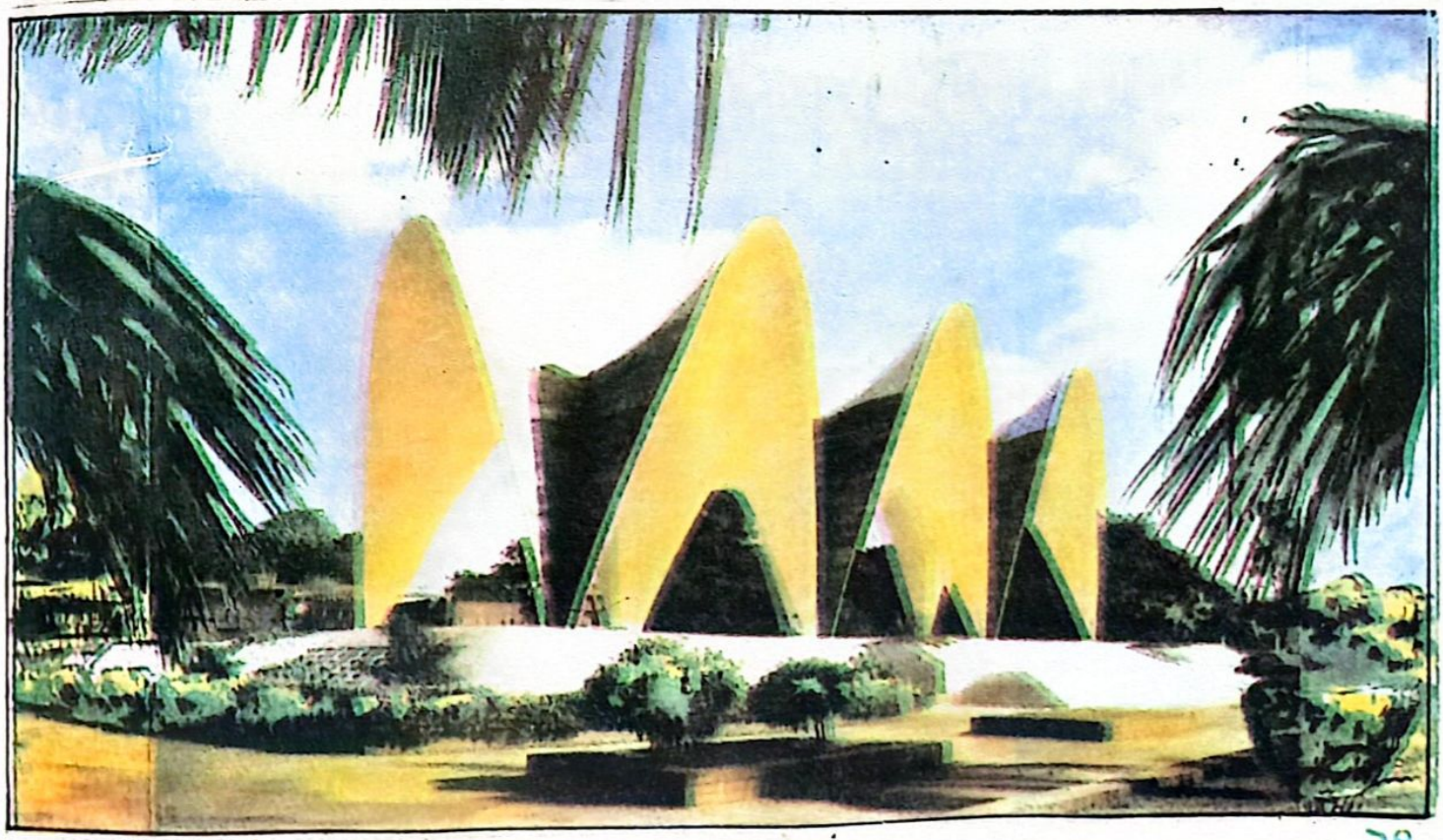
শেরে বাংলা বললেন ঃ

আগে যেমন ছিল, এখনও তাই।

facebook/@maktabatuttalamij

১৯৫৬ সালের ৫ই মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত শেরে বাংলা বাংলাদেশের গভর্নর ছিলেন। ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল শেরে বাংলা ইন্তেকাল করেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর জানাযায় শামিল হয়। ঢাকায় তিন জাতীয় নেতার স্মৃতিসৌধের মাঝখানে তিনি এখন চিরনিদ্রায় শায়িত। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।



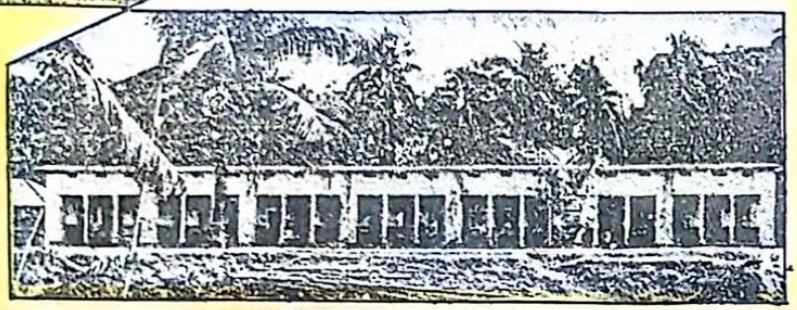


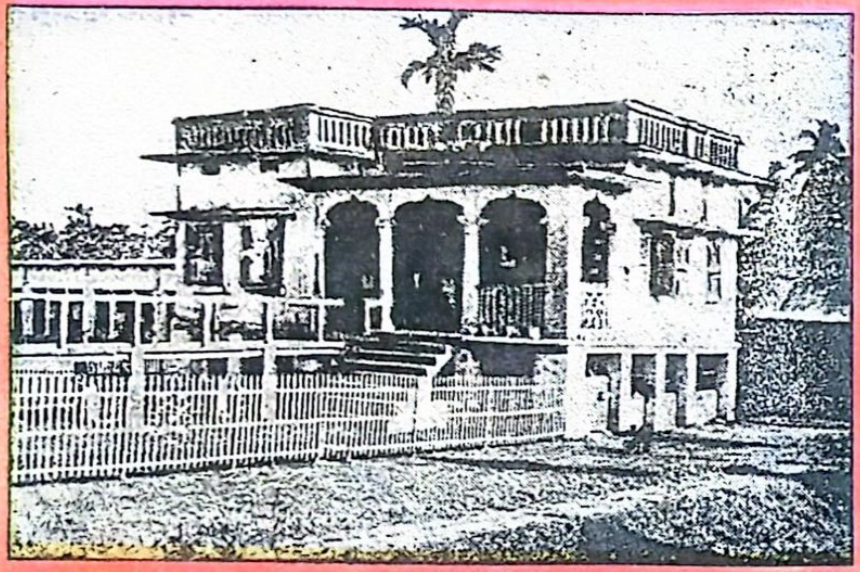
facebook/@maktabatuttalamij



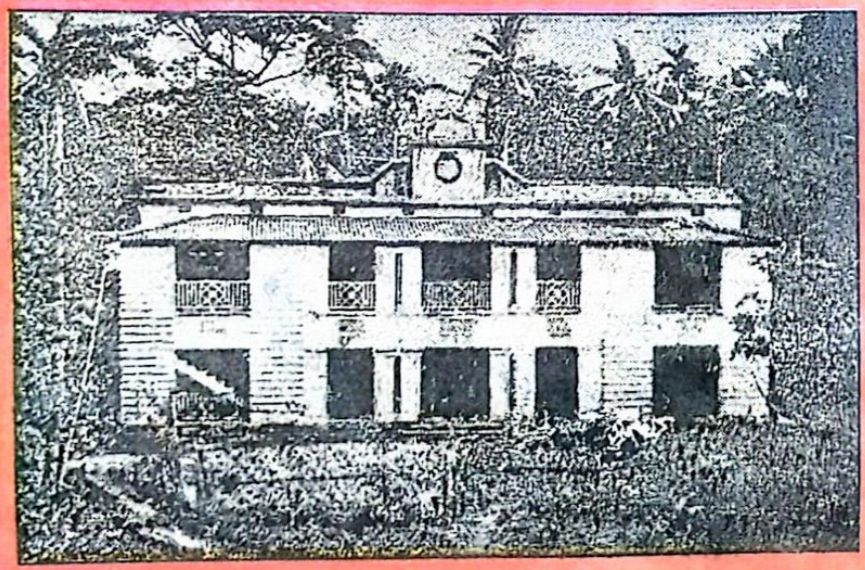
চাখার কলেজ

ফজলুল হক ইন্সটিটিউশন : চাখার





হক সাহেবের বাংলা:চাখার।



ওয়াজেদ মেমোরিয়াল
গার্লস্ হাইস্কুল : চাখার

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর গ্রন্থাবলী

০ ইসলামী ছড়া		৭.০০
০ রূপকথা নয়		১২.০০
০ কুদরতী কিসসা		১১.০০
০ গল্প হলেও সত্যি		১৪.০০
০ নবী-আউলিয়ার কিসসা শোনো		১৬.০০
০ কল্পলোকের গল্প নয়		১০.০০
০ কারুনের ধন		৮.০০
০ ইতিহাসের গল্প শোনো		১২.০০
০ সোনালী যুগের গল্প		১০.০০
০ ছোটদের হাজী মুহসিন		৯.০০
০ হযরত ফাতিমা		১০.০০
০ হযরত ওয়ায়েস করণী		৮.০০
০ হযরত সালমান ফারসী	—	১০.০০
০ হযরত ইবরাহীম (আঃ)	—	৭.০০
০ হযরত মূসা (আঃ)	—	৭.০০
০ হযরত সোলায়মান (আঃ)	—	৬.০০
০ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী	—	৫.০০
০ হযরত আব্দুল কাদের জিলানী	—	৬.০০
০ হযরত ইউসুফ (আঃ)	—	৫.০০
০ কাবা শরীফের কাহিনী	—	৫.০০
০ কবে থেকে আযান হোলো	—	৪.০০
০ মসনবীর গল্প	—	৫.০০
০ সৈনিক থেকে সেনাপতি	—	৭.০০
০ ইসলামের গল্প শোনো	—	৫.০০
০ অসি বাজে ঝন্ ঝন্	—	৩.৫০
০ সোনার তশতরী	—	৫.০০
০ ছোটদের শাহ মখদুম	—	৪.০০
০ বেগম রোকেয়া	—	২.৫০
০ আমীর আলী	—	৩.০০
০ চাঁদের দেশে শহর	—	৭.৫০
০ শাহানামার কবি ফেরদৌসী	—	৮.০০
০ শেখ সাদীর গল্প	—	৫.০০
০ সোনালী যুগের কথা	—	৩.০০
০ চার অউলিয়ার কাহিনী	—	৭.০০
০ পেয়ারে রসুল	—	৪.২৫
০ ছড়ায় ছড়ায় আরবী শিখি	—	৪.০০
০ ছোটবেলায় শোনা	—	৫.০০
০ দুই সাহাবীর কাহিনী	—	৬.০০
০ অপূর্ব উপহার	—	৫.০০
০ রুমী রিনির ছড়া	—	৫.০০
০ আল্লাহর খোঁজে	—	৭.৫০
০ খোদার রাজ্যে	—	১০.০০
০ আঁধার কেটে আলো	—	৫.০০
০ কেউ নয় ছোট বড়	—	১৬.০০
০ মহাকবি শেখ সা'দী	—	৪.০০
০ দিল্লীর তিন সম্রাট	—	৫.০০
০ তিন মোগল সম্রাট	—	৫.০০
০ গল্প পড়ি জীবন গড়ি	—	৭.০০
০ মহানবীর মহাগুণ	—	৬.০০
০ ছোটদের মৌলভী মুজিবর রহমান	—	৫০০
০ অনেক কিছুর আগে	—	৫.০০
০ তিতুমীরের বাঁশের কিল্লা	—	৭.০০
০ ছোটদের বিবি মরিয়াম	—	৬.০০
০ আমি সম্রাট নই	—	৬.০০
০ মরু ঝরণা	—	৬.০০
০ ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে	—	৪.০০
০ হাদীসের কাহিনী	—	৫.০০
০ হাবিলদার রজব আলী	—	৫.০০
০ টিপু সুলতান (সচিত্র)	—	১০.০০
০ তিতুমীর (ঐ)	—	১০.০০
০ নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা(ঐ)	—	১০.০০
০ ফকীর মজনুশাহ (ঐ)	—	১০.০০
০ শেষ দৃশ্যের পরে (নাটক)	—	৪.২৫
০ টিপু সুলতান (ঐ)	—	৩.২৫

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও দেশের সম্ভ্রান্ত সমস্ত লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

facebook/@maktabatuttalamij



টিপু সুলতান



নবাব সিরাজউদ্দৌলা



ফকীর মজনু শাহ



মুহাম্মদ-বিন-কাসিম



তিতুমীর



শেরশাহ্



মুহাঃ-বিন-বখতিয়ার খিলজী



সুলতান গিয়াসউদ্দিন



ঈসা খান



বাবুর



বাদশাহ আলমগীর



শাহানশাহ শাহজাহান

প্রকাশের পথেঃ চাঁদ সুলতানা, গাযী সালাহউদ্দিন,
কবি কাজী নজরুল ইসলাম

শাহান শাহ্-শাহজাহান

facebook/@maktabatuttalamij